জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে যুবলীগের আলোচনা সভা

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা যুবলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল ৩ নভেম্বর মঙ্গলবার বিকালে জেলা যুবলীগের কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ইব্রাহীম খলিল রাজার সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম-আহবায়ক হারুনর রশিদের পরিচালনায় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, সদস্য আফাঙ্গীর হোসেনসহ জেলা ও থানা যুবলীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় ৪ নেতার হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে এনে দ্রুত বিচারের দাবি জানান। আলোচনা শেষে জাতীয় ৪নেতা, বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল সদস্যসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে তিনজন আটক

আলমডাঙ্গার ছত্রপাড়া গ্রামে রাতের বেলা অন্যের জমি থেকে ধান কেটে নেওয়াকে কেন্ত্র করে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ বাদির আরজির প্রেক্ষিতে গ্রামের একটি বাড়ি থেকে কাটা ধানও উদ্ধার করেছে। মঙ্গলবার রাতে ও সকালে ওই তিন জনকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে নাজমুল ইসলামের মনাখোসা মাঠের ৮ কাঠা জমির কেটে রাখা ধান সোমবার রাতে চুরি যায়। নাজমুল চুরির ঘটনায় একই গ্রামের নেকবার

আলীর তিন ছেলে আব্দুর রহিম, আলম হোসেন ও আলী হোসেনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ মঙ্গলবার রাতে আলী হোসেন ও আব্দুর রহিমকে এবং সকালে আরও আলম হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসেন। দুপুরে তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের বহু বছরের পুরানো হিন্দু সম্পত্তির ভোগদখলকে ঘিরে গ্রামের বিবাদমান দুইটি গ্রুপ রয়েছে। এই দুইটি গ্রুপ একাধিক সময়ে খুন-খারাবিতেও জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ঘটিয়েছে। একে অপরকে মিথ্যা মামলায়ও জড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। মাঠ থেকে ধান চুরির ঘটনায় বাদি ও বিবাদি ওই দুইটি বিবাদমান গ্রুপের লোকজন বলেও জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র গুলো।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সফিক বলেন, মামলার ভিত্তিতে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে এখনও তদন্ত চলছে। তদন্তে ধান যার বলে জানা যাবে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে।

গ্রেফতার আলী হোসেনের পরিবার দাবি করেছে, মাঠ থেকে নাজমুলের যে ধান চুরি হয়েছে সেটা ধানি গোল্ড জাতের ধান। আর আলম হোসেনের বাড়ি থেকে পুলিশ যে ধান উদ্ধার করেছে তা পাইনার হাইব্রীড জাতের ধান। এই ধানও তিন দিন আগে তাদের জমি থেকে কেটে বাড়িতে এনে রাখেন বলে জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে জেলহত্যা দিবস পালিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার ঐতিহাসিক ৩ নভেম্বর সকালে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এর পর উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের

সভাপতি আলহাজ্ব মশিউর রহমান জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান সাবদার আলী,

চাঁদপুর ইউনিয়নের সভাপতি ফজলুর রহমান, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক জেলা পরিষদ সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল। উপজেলা ছাত্রলীগ সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক রিগ্যান আলী, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের উপজেলা সভাপতি সুমনসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, কৃষক লীগ, ছাত্রলীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা শেষে আওয়ামী লীগ নেতা মাওলানা তৈয়বুর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, জাতীয় চার নেতাসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন।

ঝিনাইদহে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, করোনা মোকাবেলা এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সভা

ঝিনাইদহে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, করোনা মোকাবেলা এবং দ্রব্যমূল্য ও বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে মঙ্গলবার দুপুরে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে প্রশাসন ও সুধীজনদের সমন্বয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম

ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু ।

এ সময় বক্তারা আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে পুলিশি টহল বৃদ্ধি, শীতে করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য বিধি বাস্তবায়নে এবং বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রন রাখতে নজরদারি বৃদ্ধিতে প্রশাসনকে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

সাগান্নায় জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী ও চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এএইচএম কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে এই দিনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর আগে ১৫ই আগস্টের পর এই চার জাতীয় নেতাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

জাতি আজ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী ও চার জাতীয় নেতাকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত এই কালো অধ্যায়টিকে স্মরণ করছে। আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে শোকাবহ এই দিনটি।

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে এদিন সন্ধ্যা ছয় টায় সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সবচেয়ে ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক সদস্য হিসেবে পরিচিত এবং তৎকালীন স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং বঙ্গবন্ধুর দুই খুনি কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান এবং লে. কর্নেল (অব.) খন্দকার আব্দুর রশীদ জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার এ পরিকল্পনা করে।

এ কাজের জন্য তারা আগে ভাগে একটি ঘাতক দলও গঠন করে। এ দলের প্রধান ছিল রিসালদার মুসলেহ উদ্দিন। সে ছিল ফারুকের সবচেয়ে আস্থাভাজন অফিসার।

১৫ই আগস্ট শেখ মনির বাসভবনে যে ঘাতক দলটি হত্যাযজ্ঞ চালায় সেই দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলেহ উদ্দিন। দক্ষিণ এশিয়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক অ্যান্থনী মাসকারেনহাস তার ‘বাংলাদেশ অ্যা লিগ্যাসি অব ব্লাড’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন । তিনি জানান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনাটি এমন ভাবে নেয়া হয়েছিল পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে যেনো আপনা-আপনি এটি কার্যকর হয়। আর এ কাজের জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ঘাতক দলও গঠন করা হয়।

এই ঘাতক দলের প্রতি নির্দেশ ছিল পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কোনো নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে তারা জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করবে। পচাঁত্তরের ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটানোর পরেই কেন্দ্রীয় কারাগারে এই জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়।

সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ চার নেতার হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে জাতির জনককে তার ঐতিহাসিক ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। পরে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধকালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমেদ একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কোটি কোটি বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অপর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এএইচএম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি ও কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি গোলাম মুরশিদ এর ‘মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর’ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, গোলাম মুরশিদ তার গ্রন্থে লিখেছেন, মোশতাক

জেল হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন কেবল ফারুক আর রশিদকে নিয়ে। তিনি ঠিক করেছিলেন, যে কোন পাল্টা অভ্যুত্থান হলে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হবে।

যাতে নতুন সরকার গঠিত হলেও এই নেতারা তাতে নেতৃত্ব দিতে না পারেন। অন্যদিকে ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তার পরিবারের সদস্য এবং ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতা হত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল লন্ডনে। এসব হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন ও বিচারের প্রক্রিয়াকে যে সমস্ত কারণ বাধাগ্রস্ত করেছে সেগুলোর তদন্ত করার জন্য ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তবে, সেই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতার কারণে এবং কমিশনের একজন সদস্যকে ভিসা প্রদান না করায় এ উদ্যোগটি সফল হতে পারেনি। সে সময়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধান ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

তিনি অধ্যাপক আবু সাইদের ‘বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডুকমেন্টস’ গ্রন্থের কথা বর্ণনা করে বলেন, এই গ্রন্থে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, মনসুর আলীর পুত্র মোহাম্মদ সেলিম এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের আবেদনক্রমে স্যার থমাস উইলিয়ামস, কিউ. সি. এমপি’র নেতৃত্বে এই কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই সময় বাংলাদেশ ও বিদেশে অনুষ্ঠিত জনসভাসমূহে এ আবেদনটি ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছিল। একটি কুচক্রী মহল বাংলাদেশের অগ্রগতি নষ্ট করে দেয়ার চেষ্টার অংশ হিসেবে এই চার নেতাকে হত্যা করেছিল কিন্তু তারা সফল হয়নি।

মহান আল্লাহর কাছে এই চার নেতার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ।

জীবননগরে চুরির অপবাদে কর্মচারীকে নির্যাতন, নির্যাতনকারি টিন ব্যবসায়ী আটক

জীবননগর শহরের টিন ব্যবসায়ী হক মেশিনারি’র স্বত্বাধিকারী হাজী সাইদুল হক ও তার ছোটভাই সাইউল হকের বিরুদ্ধে দোকান থেকে ২ হাজার টাকা চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দোকানের ম্যানেজার খলিল মিজিকে নির্মম ভাবে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।

আহত দোকান ম্যানেজারের স্ত্রী বাদি হয়ে জীবননগর থানায় সোমবার রাতে লিখিত অভিযোগ দিলে রাতেই নির্যাতনকারী সাইদুল হককে গ্রেপ্তার করেন জীবননগর থানা পুলিশ।
আহত ম্যানেজার খলিল মিজি (৫৫) জীবননগর উপজেলার পিয়ারাতলা গ্রামের মৃত আবেদ আলীর ছেলে

আহত খলিল মিজি বলেন, আমি দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর ধরে জীবননগর শহরের টিন ব্যবসায়ী হাজী সাইদুল হকের দোকানে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে আসছি। প্রতিদিনের মতো রোববার সকালে আমি দোকানে গিয়ে খাতা-পত্র নিয়ে হিসাব নিকাশের কাজ করতে থাকি। হঠাৎ দোকানের মালিক হাজী সাইদুল হক ও তার ছোটভাই সাইউল হক আমাকে গিয়ে বলে মার্কেট থেকে বাকির আদায় করা কালেকশনের টাকা থেকে দুই হাজার টাকা কম হচ্ছে। আমি তখন তাদেরকে জানাই, আমি আমার পাওনা বেতনের টাকা থেকে আমার নামে খরচ লিখে পাঁচশত টাকা নিয়েছি। কম হওয়া টাকা সম্পর্কে আমার জানা নাই।

যে মার্কেট থেকে কালেকশন করেছে তাকে জিজ্ঞাসা করতে বললে, তখন তারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে কাঠের বাটাম দিয়ে মারপিট করতে থাকে । এভাবে তারা দুই ভাই আমাকে দোকানে আটকিয়ে রেখে পর্যায়ক্রমে দুপুর তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অমানবিক নির্যাতন করতে থাকে আর আমাকে এই মিথ্যা চুরির কথা স্বীকার করতে বলে। একপর্যায়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে আমার বাড়িতে খবর দিয়ে আমার স্ত্রী আসলে ভ্যান যোগে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় এবং এই কথা কাউকে না জানানোর জন্য হুমকি দেয়।

আমি আমার স্ত্রী কলেজ পড়ুয়া কন্যা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকলজ্জা ও হাজী সাহেবদের ভয়ে কাউকে বিষয়টি জানায়নি বাড়িতে

থেকেই চিকিৎসা নিতে থাকি। আজ আমার শারীরিক অবস্থা খারাপ দেখে আত্মীয়স্বজনরা জীবননগর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করান। আমি আমার উপর মিথ্যা চুরির অপরাধ দিয়ে অমানবিক নির্যাতনের বিচার চাই। আমি যদি চোর হতাম তাহলে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হিসেবে কিভাবে চাকরি করে আসছি ? আমি তাদের এখানেই ৬ বছর ধরে ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করছি।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আহত খলিল মিজির স্ত্রী বাদী হয়ে জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিলে হাসপাতালে তাৎক্ষণিক পুলিশের একটি টিম পাঠিয়ে ভিকটিমের শারীরিক অবস্থা খোঁজ নিয়ে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে নির্যাতনকারী ব্যবসায়ী সাইদুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিবাদে আন্দুলবাড়ীয়াই বিক্ষোভ মিছিল

ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় মদদে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে আন্দুলবাড়ীয়াই ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আন্দুলবাড়ীয়ার দোয়েলচত্বরে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ইমাম মুয়াজ্জিনদের নেতত্বে আন্দুলবাড়ীয়ার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিবাদী জনতা বিভিন্ন রকমের বেনার, ফেস্টুন হাতে নিয়ে সমাবেশে যোগদেন। আন্দুলবাড়ীয়ার ইমাম মুয়াজ্জিনের নেতত্বে আন্দুলবাড়ীয়ার প্রধান প্রধান সড়ক গুলো প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে প্রদর্শন করেন, এ

সময় নিশ্চিন্তপুর থেকে রকির নেতৃত্বে এক বিশাল প্রতিবাদী জনতা মিছিলে যোগদেন।

এই প্রতিবাদ ও মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মাও. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আন্দুলবাড়ীয়ার ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, আন্দুলবাড়ীয়া ইউপি চেয়ারম্যান শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তার, পাকা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাও. মোঃ ওহেদুর জামান, আন্দুলবাড়ীয়া মোহাম্মদিয়া দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসার মুহতামিম প্রমুখ।

বক্তারা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে ফ্রান্সের সকল পণ্য বর্জন ও জড়িতোদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

উক্ত মানববন্ধন পরিচালনা করেন মাও. মোঃ তরিকুল ইসলাম। দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে প্রতিবাদ সমাবেশ শেষ হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আন্দুলবাড়ীয়া আশরাফিয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ সাইফুজ্জামান।

জীবননগরে জেল হত্যা দিবস পালিত

জীবননগরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মাহফিলের মধ্যে দিয়ে জেল হত্যা দিবস পালন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা, কালো পতাকা উত্তোলন, আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনায় বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপাধ্যক্ষ অবঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ নাসির উদ্দীন,

জীবননগর উপজেলা যুবলীগ সভাপতি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন, বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান প্রমুখ।

শৈলকুপায় সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল আদিবাসী নারীর

নিজ জামাইয়ের সাথে প্রতিপক্ষের সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো লতা বালা (৫৫) নামের এক আদিবাসী নারী।

ঘটনাটি সোমবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে ঝিনাইদহের শৈলকুপার ৫নং কাচেরকোল ইউনিয়নের মধুদহ আদিবাসী পল্লীতে। তবে মারা যাওয়া নারীর ছেলের অভিযোগ কিল ঘুসিতেই তার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ মর্গে প্রেরণ করে বলে জানা যায়। লতা বালা আদিবাসী পল্লীর আসু সরকারের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন লতা বালার জামাই বিদ্যুৎ সরাকর ও একই পল্লীর খোকন সরকারের মধ্যে বিরোধ চলে আসছে। এরই জের ধরে সোমবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে উভয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ সময় সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে বিদ্যুৎ সরকারের শাশুড়ি লতা বালা ঘটনাস্থলে মারা যায়। লতা বালার ছেলে রাম সরকারের অভিযোগ, তার ভগ্নিপতির সাথে খোকন সরকারের সংঘর্ষের সময় এলোপাতাড়ি কিলঘুষিতে তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন পুলিশের প্রাথমিক ধারনা শৈলকুপার কাচেরকোল ইউনিয়নের মধুদহ আদিবাসী পল্লীতে দুই ব্যক্তির সংঘর্ষ দেখে আতংকে হয়ত হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে লতা বালার মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে তিনি জানান।

মহানবী হযরত (সা:) এর ব্যঙ্গচিত্রের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল

ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে মেহেরপুরের আলমপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে আলমপুর উত্তর পড়ার জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক মহাদ্দেছ আলীর সভাপতিত্বে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর আলমপুর মোড় থেকে শুরু করে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার গাড়াডোবের মোড় ঘুরে একই স্থানে ফিরে এসে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তারা ফ্রান্স সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে ফ্রান্সের সব ধরণের পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, আমঝুপি ইউনিয়নের ২ নং ওর্য়ড আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি আবুল হাসেম, হাফেজ মোঃ মফিদুল ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম, ইউনুস, সাগর, সোহেল রানা, সবুজ, নিশান, আবুজার, নয়ন মাসুম প্রমুখ।